24 February 2024
West Bengal News

<table>
<tr><td>দেওচা-পাচমি কয়লা খনি
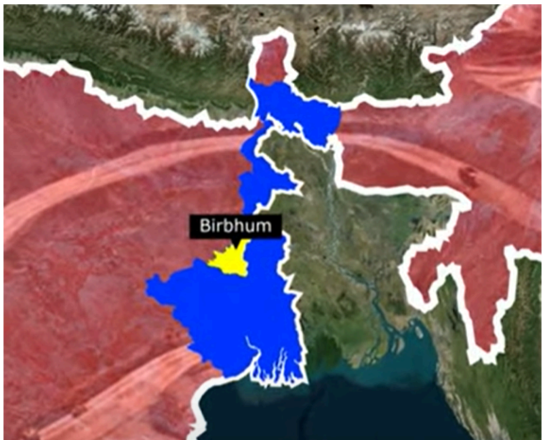</td><td>প্রসঙ্গ:
● পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেওচা-পাচমি কয়লা খনি উন্নয়নের জন্য পোল্যান্ডের সাথে সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত সহযোগিতার অনুসন্ধান করছে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:
● প্রশাসন বীরভূম জেলার প্রস্তাবিত দেওচা-পাচমি কয়লা খনির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ থেকে বেসাল্ট (এক ধরনের শৈল) খনির জন্য দরপত্র ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে।
● কয়লা উত্তোলনের পূর্বে ব্যাসল্ট উত্তোলন দেওচা-পাচমির ক্ষেত্রে প্রথম বড় পদক্ষেপ।
● দেওচা-পাচমির ব্যাসল্ট গুণমানের জন্য বিখ্যাত এবং এগুলি বাড়িঘর, রাস্তা এবং সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
● রাজ্য সরকার এমন একটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছে যেখান থেকে 142 মিলিয়ন টন বেসাল্ট উত্তোলন করার সম্ভবনা রয়েছে, যা টেন্ডার প্রক্রিয়ার জন্য অসংখ্য সংস্থাকে আকর্ষিত করছে।

সম্পর্কিত তথ্য:
● কয়লা মজুদের পরিমাণের হিসেবে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং ভারতের বৃহত্তম কয়লা ব্লক।
● ব্লকটিতে সম্ভবত 1,198 মিলিয়ন টন রিজার্ভ রয়েছে এবং এটি 12.31 বর্গকিমি জুড়ে বিস্তৃত।</td></tr>
<tr><td>জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি</td><td>প্রসঙ্গ:
● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (KMC) স্বাস্থ্য বিভাগ, জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির (NTEP) অংশ হিসাবে, 100,000 যক্ষা রোগীদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিত্সা প্রদান করেছে এবং 2023 সালে এই রোগের জন্য শহরের 200,000-এরও বেশি বস্তিবাসীর স্ক্রীনিং করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:
● বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত গ্লোবাল টিবি রিপোর্ট 2023, ইঙ্গিত দেয় যে ভারতে ঔষুধ-প্রতিরোধী যক্ষার আনুমানিক সংখ্যা 2015 সালের 140,000 থেকে 21% হ্রাস পেয়ে 2022 সালে 110,000-এ দাঁড়িয়েছে।
● পশ্চিমবঙ্গে, ডিআর-যক্ষার সংখ্যা 2022 সালের 3,088 থেকে 2023 সালের 31 শে অক্টোবর হ্রাস পেয়ে হয়েছে 2,367।</td></tr>
<tr><td>বাংলার মিড-ডে মিল স্কিম</td><td>প্রসঙ্গ:
বাংলায় মিড-ডে মিল প্রকল্পের বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে এবং এটিকে "মডেল" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন আমলারা বাংলার এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

সম্পর্কিত তথ্য:</td></tr>
</table>

	পশ্চিমবঙ্গে মিড-ডে মিল স্কিম, PM-POSHAN নামে পরিচিত, এটি একটি সরকারি উদ্যোগ যা সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল এবং মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের একক খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করে। বাংলার 11.6 মিলিয়ন শিক্ষার্থীর জন্য মধ্যাহ্নভোজের খরচ কেন্দ্র এবং রাজ্য 60:40 অনুপাতে বন্টন করে।
রাজ্য রায়ডাকের উপর **120** কোটি টাকা ব্যায়ে সেতু নির্মাণের সূচনা করেছে	প্রসঙ্গ: ● রাজ্য সরকার একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় রায়ডাক নদীর উপর **120** কোটি টাকা ব্যায়ে সেতু নির্মাণ শুরু করেছে। সমস্যা: ● তুফানগঞ্জ-II ব্লকের রামপুর-I, রামপুর-II এবং ফোলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা **50** কিলোমিটার ভ্রমণ করে কোচবিহারে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। ● রায়ডাক নদী তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আট মাসের জন্য নৌকা পারাপার এবং শুস্ক মাসগুলিতে একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু প্রয়োজন হয়। ● স্থানীয় বাসিন্দারা অধীর আগ্রহে প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করছে, কারণ এটি উল্লেখযোগ্যভাবে দূরত্বকে হ্রাস করে মাত্র **5** থেকে **6** কিলোমিটারে কমিয়ে আনবে, যা যাতায়াত সহজতর করবে। ● এটি অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তুফানগঞ্জ শহরে সুবিধাজনকভাবে পৌঁছাতে পারবেন।
রায়ডাক নদী	● রায়ডাক নদী, ভুটানে ওয়াং ছু বা ওং ছু নামেও পরিচিত এটি ব্রহ্মপুত্র নদীর একটি উপনদী। ● এটি একটি আন্তঃসীমান্ত নদী যা ভুটান, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ● নদীটি পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম প্রধান নদী। ● নদীটি হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয় এবং এটি উচ্চপ্রবাহে থিম্পু ছু নামেও পরিচিত। ● নদীটি তুলনামূলকভাবে উন্মুক্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়, এর গতিপথ বড় বড় পাথর রয়েছে যার সাথে জলের ধাক্কায় প্রচুর ফেনা সৃষ্টি হয়। ● এটি নিকটবর্তী পাহাড় থেকে প্রবাহিত বেশ কয়েকটি ছোট উপনদী দ্বারা যুক্ত হয়েছে। ● নদীটি আলিপুরদুয়ার জেলায় সমভূমিতে পড়েছে এবং এরপর পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ● রায়ডাক বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। ● প্রধান নদীর মোট দৈর্ঘ্য 370 কিলোমিটার, তবে এর উপনদীগুলি সহ এটি শুধুমাত্র ভুটানেই প্রায় 610 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। ● 336 মেগাওয়াট চুখা জল প্রকল্প, ওয়াং চু বা রায়ডাক নদীর জল ব্যবহার করে। এটি ঐতিহাসিকভাবে ভুটানে গৃহীত বৃহত্তম একক বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটি।

	• এটি ভারতের সাহায্যে টার্নকি ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছিল। ভারত 60% মূলধন একটি অনুদানের ভিত্তিতে এবং 40% ঋণ প্রদান করেছিল এক বিশেষ ছাড়ের শর্তে।
কেন্দ্রীয় আবগারি দিবস 	প্রসঙ্গ: • কেন্দ্রীয় আবগারি দিবস **1944** সালের কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইনের প্রতিষ্ঠাকে স্মরণ করে, যা ভারতের পরোক্ষ কর ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। • এটি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমসের **(CBIC)** এর অবদানকে উদযাপন করে যা দেশের উন্নয়নের জন্য রাজস্ব সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। • এই আইনটি আবগারি শুল্ক সংক্রান্ত **11**টি আইনের সংমিশ্রণ এবং এটি লবণ এবং কেন্দ্রীয় শুল্ক সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন করার জন্য পাস করা হয়। সম্পর্কিত তথ্য: • **1944** সালের **24** শে ফেব্রুয়ারী, কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন পাস হয় এবং এই আইনটিকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আবগারি দিবস পালিত হয়। • **1966** সালে, আইনটির নামকরণ করা হয় সেন্ট্রাল এক্সসাইজ অ্যাক্ট **1944**, এবং আইনের তফসিল **1** এবং **2** শুল্কের মূল্য এবং হারের সাথে সম্পর্কিত। তুমি কি জানো? • সেন্ট্রাল বোর্ড অফ এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস **(CBIC)** ভারতে পরোক্ষ কর পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ।

Copyright © by Adda247

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.